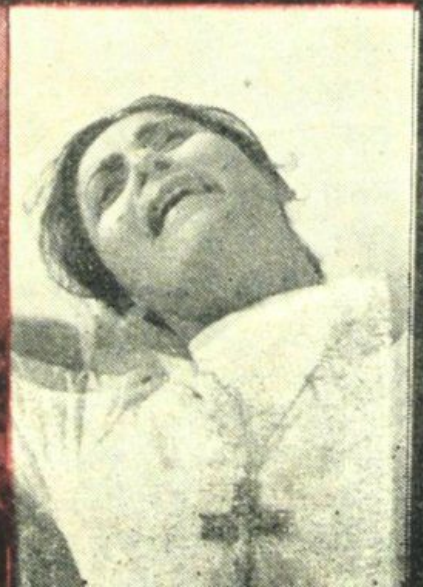

সিস্টার
রঙীন ছবি

ভয়েস এণ্ড ভিসান অব ইণ্ডিয়া নিবেদিত

সিস্টার

(সম্পূর্ণ রঙ্গীন)

নামভূমিকা : **সুপ্রিয়া দেবী**

নাট্য পরিচালনা : **পীযূষ বসু** চিত্রকাহিনী : **তীর্থ চ্যাটার্জী** গীত রচনা ও সংগীত পরিচালনা : **সলিল চৌধুরী**

চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ ॥ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী ॥ শিল্পনির্দ্দেশনা : সূর্য্য চ্যাটার্জী ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন ॥ সংগীতগ্রহণ : রবীন চ্যাটার্জী, (বম্বে), জ্যোতি চ্যাটার্জী ॥ আবহসংগীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ শব্দপুনর্যোজনা : মুজেশ দেশাই (বম্বে) প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ মিত্র ॥ কর্মাধ্যক্ষ : রবীন মুখার্জী ॥ ব্যবস্থাপনায় : পরিতোষ রায় ॥ নৃত্য পরিকল্পনা : শক্তি নাগ সহকারী : মঞ্জুশ্রী ঘোষ ॥ স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও পিকস্ ॥ কেশবিন্যাস : মিসেস সান্ড্রা ও রীতা ॥ সাজসজ্জায় : আর্ট ড্রেসার, দাশরথী দাস, কার্তিক লেংকা, বিশু চক্রবর্তী, নিমাই দাস ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ নেপথ্য কণ্ঠে : মান্না দে, আশা ভোঁসলে, সবিতা চৌধুরী আরো অনেকে। রূপসজ্জা : নিতাই সরকার ও শক্তি সেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

॥ হরি সিং (কালিংপং) পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ লেঃ কর্ণেল এইচ, ব্যানার্জী : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর ॥

প্রভাত দাসের তত্বাবধানে নিউ থিয়েটার্স ১ নং ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং
মিঃ মূলের তত্বাবধানে বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : অজিত চক্রবর্তী, জয়ন্ত বোস, কুমার আবীর বোস ॥ চিত্রগ্রহণ : পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত, নূর আলী, যুগল সরদার ॥ সম্পাদনা : সুনীত সাহা, এস, কামারুদ্দিন (বম্বে)॥ শব্দগ্রহণ : যুগারাম ॥ আবহসঙ্গীত : বলরাম বারুই ॥ সংগীত গ্রহণ : পাঁচুগোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার, রবীন চৌধুরী ॥ প্রচারে : শান্তি দাসগুপ্ত ॥ সংগীত পরিচালনায় : কানু রায়, সবিতা চৌধুরী, অলোকনাথ দে ॥ শিল্পনির্দ্দেশনা : রামনিবাস ভট্টাচার্য্য ॥ রূপসজ্জা : বটু গাঙ্গুলী ॥ ব্যবস্থাপনা : সুনীল দত্ত, রতন দাস, বিজয় দাস, পরেশ বসাক ॥ আলোক সম্পাতে : সতীশ হালদার, দুঃখী নস্কর, ব্রজেন দাস, বেনুধর বিশাল, মঙ্গল সিং, অনিল পাল, মধুসূধন গোস্বামী, গোবিন্দ হালদার।

প্রযোজনা : **ভয়েস এণ্ড ভিসন অফ ইণ্ডিয়া** বিশ্ব-পরিবেশনা : **সিস্টার ফিল্মস্**

মুদ্রনে প্রিন্টোরিয়েন্ট, কলিকাতা-৬

কাহিনী

রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় সীমান্তবর্তী পাহাড়ী এলাকার ছোট্ট গ্রামের এক অনাথ আশ্রমের সিস্টার ও ৩৭টি শিশুকে কেন্দ্র করে মানবিক আবেদনে ভরা এ কাহিনী।

বহুবছর আগে ফাদার যোশেফ স্থাপিত এই অনাথ আশ্রমটিতে ৩৭টি অনাথ শিশু প্রতিপালিত হচ্ছিল সিস্টারের তত্ত্বাবধানে। সিস্টার তার স্নেহ ভালবাসা ও সেবা দিয়ে শুধু এ আশ্রমের শিশুদেরই নয় এ গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীরাও একান্ত আপনজন হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন। তারা তাকে দেবীর মত শ্রদ্ধা করত—ভালবাসতো। সীমান্তবর্তী ভারতীয় সামরিক ঘাটি থেকে জোয়ানদের নিয়ে নিয়মিত আসতেন কর্ণেল মিঃ সেনগুপ্ত। প্রায়ই তিনি আশ্রমের শিশুদের মধ্যে বিতরণ করতেন বিস্কুট, টফি,বই, পুতুল।—ফলে তিনি খুব ঘনিষ্ট ছিলেন আশ্রমবাসিদের। শ্রদ্ধা করতেন তিনি সিস্টারকে। কথায় কথায় একদিন তিনি সিস্টারকে জিজ্ঞেস করলেন, বাঙ্গালী হয়ে উনি এই সুদূর পাহাড়ী এলাকায় এই আশ্রমে এলেন কি ক'রে! উন্মোচিত হয়েছিল আর এক হৃদয় নিংরানো জীবনের ইতিবৃত্ত।

* * * কলকাতার এক বিত্তশালী পরিবারের কন্যা সিস্টার। বিয়ের কয়েকদিন আগে আড়াল থেকে তার বাবা, মা আর ভাবীশ্বশুরের কথাবার্ত্তা থেকে জানতে পারলেন—রাস্তা থেকে কুঁড়িয়ে পাওয়া এক অজ্ঞাত পিতামাতার পরিত্যক্ত সন্তান তিনি। সমস্ত পৃথিবীটা মুহূর্ত্তে বিষিয়ে উঠলো—ধীকৃত জীবনের আত্মাহুতি দিতে তিনি বাড়ী থেকে ছুটে পালিয়ে গেলেন। পথে বাধা দিলেন ফাদার যোশেফ। সব কথা শুনে তিনি তাকে নিয়ে এলেন এই আশ্রমে। "আর্তের সেবাই ধর্ম"—এই জীবন দর্শনের এক নূতন দিগন্তের সন্ধান দিলেন তার অপরিসীম স্নেহ ভালবাসায়। মৃত্যুর আগেই ফাদার সিস্টারকে তুলে দিলেন আশ্রমের ভার। সেই থেকেই তিনি এখানে।

বেশ ভালই চলছিল অনাথ আশ্রম। হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকারে যখন সবাই ঘুমে অচেতন—আশ্রমের আশেপাশে কিছু অশুভ পদশব্দ শুনে সতর্কিত সিস্টার দেখতে পেলেন প্রায় ৫০ জনের একটি গেরিলা বাহিনী সমস্ত আশ্রমটা দখলকরেছে। ভোরের আলোয় দেখা গেল আশ্রমটা ওরা বহিঃশত্রুর ব্যারাকে পরিণত করেছে। সমস্ত গ্রামটাকে ঘিরে গ্রামবাসীদের

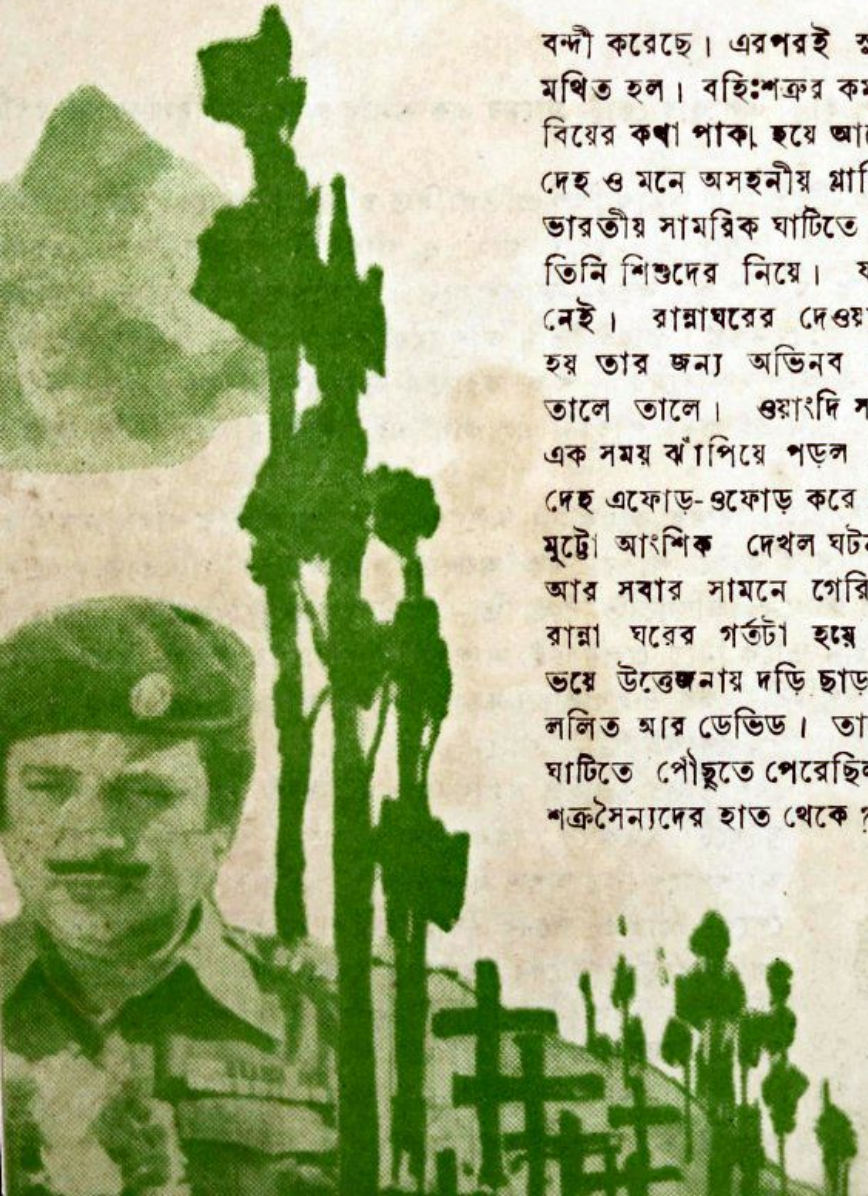

বন্দী করেছে। এরপরই শুরু হল খাদ্যশস্য লুটপাট—অত্যাচারে, উৎপীড়নে কান্নার রোলে আকাশ বাতাস মথিত হল। বহিঃশত্রুর কমাণ্ডারের কামাতুর লোলুপ দৃষ্টি পড়ল মোরিয়ামের ওপর। যার সাথে গ্রামের ছেলে ললিতের বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে। সিস্‌টার বহু কষ্টে তার ইজ্জত বাঁচাল বটে কিন্তু বাঁচাতে পারলনা নিজের ইজ্জত। দেহ ও মনে অসহনীয় গ্লানি নিয়ে ঠিক করলেন, জীবন বিপন্ন করেও দেশকে বাঁচাতে যেমন করেই হোক নিকটবর্তি ভারতীয় সামরিক ঘাটিতে খবর পাঠাতেই হবে। পরিকল্পনা মত গেরিলাদের রান্নার যোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি শিশুদের নিয়ে। যদিও বিপদসঙ্কুল তবু পাহাড়ের খাড়াই দিকটাই তিনি বেছে নিলেন কারণ সেখানে পাহারা নেই। রান্নাঘরের দেওয়ালে গর্ত করতে লাগিয়ে দিলেন দুটো ছেলেকে। শব্দ যাতে প্রহরীদের কর্ণগোচর না হয় তার জন্য অভিনব কৌশলে রান্নার বাসনপত্রের নানা রকম আওয়াজ তুলতে লাগলেন হাতুরির ঘায়ের তালে তালে। ওয়াংদি সশস্ত্র প্রহরীদের সাথে গেল বনে কাঠ সংগ্রহ করতে। বনের মধ্যে অসতর্ক মূহুর্ত্তে হঠাৎ এক সময় ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রহরীর ওপর—ছিনিয়ে নিয়ে নিল ওর রাইফেল আর রাইফেলের সঙ্গীন দিয়ে ওর দেহ এফোড়-ওফোড় করে দিল। কাঠের বোঝার মধ্যে রাইফেলটা লুকিয়ে ফিরে এল সিস্‌টারের কাছে। বিশ্বাসঘাতক মুট্টো আংশিক দেখল ঘটনা—সঙ্গে সঙ্গে মদের লোভে কমাণ্ডারকে ঘটনা প্রকাশ করে চিহ্নিত করলো ওয়াংদিকে। আর সবার সামনে গেরিলারা নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করল ওকে ভয়ে শিউরে উঠল সবাই। এদিকে রান্না ঘরের গর্তটা হয়ে গেল। ললিত আর ডেভিডকে দড়ির সাহায্যে নামিয়ে দেওয়া হল খাদের দিকে। ভয়ে উত্তেজনায় দড়ি ছাড়ছে সিষ্টার, মোরিয়াম আর কিছু বড় ছেলেমেয়ে। ধীরে ধীরে দড়ি বেয়ে নামতে থাকলো ললিত আর ডেভিড। তারপর কি হোল? বিপন্ন স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে ললিত আর ডেভিড কি ভারতীয় সামরিক ঘাটিতে পৌছুতে পেরেছিল? সিস্‌টার এবং অন্যান্য আশ্রমবাসীরা কি শেষপর্যন্ত নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছিল শত্রুসৈন্যদের হাত থেকে????

শ্রেষ্ঠাংশে : **সুপ্রিয়া দেবী, সন্তোষ দত্ত, অয়ন ব্যানার্জী, শম্ভু ভট্টাচার্য, বুলবুল চক্রবর্তী, রাখী চ্যাটার্জী, উৎপল দত্ত ও উত্তমকুমার**

অন্যান্য চরিত্রে : অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী, শিশির মিত্র, অতি দাস, সুপ্রিয় সরকার, সুব্রত সেন, অরুণ রায়, শিবেন ব্যানার্জী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, জীবন গুহ, অশেষ দে, মানস মুখার্জী, জ্যাম বরুয়া, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী, দক্ষিণা ঘোষাল, কেষ্ট চক্রবর্তী, শৈলেন ঘোষাল, রতন বোস, সোমেন মুখার্জী, ওবরে জনষ্টন, সুকুমার বসু, দুলাল সাহা, আর, কে, ঘোষ, সঞ্জীব ঘোষ, পিন্টু ঘটক, অমু মুখার্জী, সুনির্মল মিত্র, তারক বিশ্বাস, অঞ্জন রায়চৌধুরী, শ্যামল ভট্টাচার্য্য, রাজু ঠাকুর, শ্যামল চক্রবর্তী, প্রশান্ত ঘোষ, অজিত ঘোষ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, গোপী নন্দী, নির্মাল্য মিত্র, সৌমেন, অঞ্জন, চন্দন, সন্দীপ, গৌতম, কিশোর, সুপ্রিয়, নটরাজ, মুকেশ, মনোতোষ, তারক, সুজিত, মনোজ, মাষ্টার বাপ্পা, মাঃ দেবাশীষ, রেখা মল্লিক, গীতা প্রধান, শিউ বারহোহি, তাপসী, সন্ধ্যা, মীনা, রাধা, ধনমাই, চন্দনা, উদিতা, আম্রপালী।

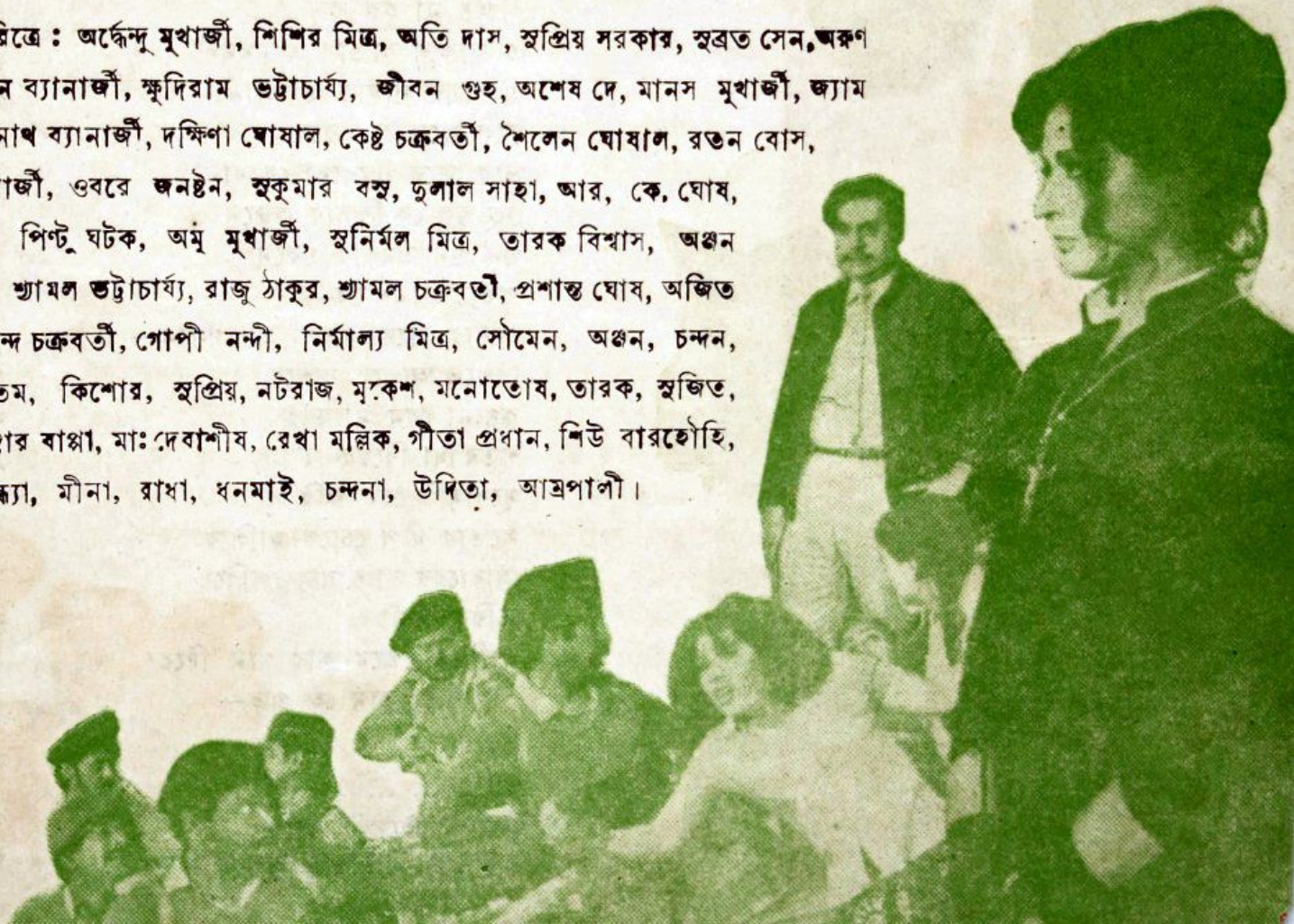

(১)

বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু
আমাদের প্রার্থনা এই শুধু
তোমারই করুণা হতে
বঞ্চিত না হই কভু
এ আকাশ বাতাস এ নদনদী
এ সাগর পাহাড় এ বনানী
ফুলে ফলে রঙে রসে
ভরে ভরে দিয়েছো যে দানী
কুহু কুহু কোকিলার কুজনে
গুন গুন ভ্রমরার গুঞ্জনে
প্রভাতে নিশীথে—
সূর্য্যের চাঁদের খেলা এই গগনে—
বিপদে আপদে সংশয়ে
কখনো যেন না ডরি
শতবাঁধা বিঘ্নের
মুখোমুখি যেন করি
সত্যের দীপ চোখে জ্বালিয়ে
আধারের রাত যাব পেরিয়ে
ভরিব ধরনী
হাসিতে প্রেমে আর গান দিয়ে
বিশ্বপিতা তুমি হে প্রভু—

(২)

হে ... ...
হিমেলী হিমেলী রাতে
ঝিলিমিলি-ঝিলিমিলি-ঝিলিমিলি
জোছনাতে
ও ভেদাভেদ ভুলে যাও
সবে মিলেমিশে গাও সাথে
ধিন তাক ধিন-ধিন তাক তাক
তাক ধিনাধিন তাক
বাজনা বাজে পৌষালীর পরব এলো
ছন্দে আর ছন্দে আনন্দে আনন্দে
গন্ধে মাতাল বয় বাতাস এলোমেলো
আয় নারে
ও ছুটে আয় নারে—
রয়নারে
ও ঘরে রয়নারে—
সোনালী সোনালী পৌষালী ধান
মা মাটি দু' হাতে করেছে দান
বরণ করে তারে তুলোগো ঘরে
স্মরণ করে শত ক্ষুধার প্রহরে
আ - আ গাওনা—গাও মিলনের গান
শালবনে বনে শীতের শিহরণ
কুয়াশা চাদরে দেয় আবরণ
প্রাণে প্রাণে মিলনের এইতো সময়
হয়ে থাক সাক্ষী তুমি হিমালয়
আ—আর বাধা নেই কোন
নেইকো বারণ
হে ভেদাভেদ ভুলে যাও
মিলে মিশে গাও সাথে।

তাইরে নাইরে না—তাইরে নাইরে না
না - না - না - না
এমন কোন ছড়া বলো যা কেউ জানে না
পারবে যে জন দিতে জবাব পাবে সোনাদানা
সিস্‌টার বলো না—একটা ধাঁধাঁ বলো না
ছোট্ট পুকুর দু'টি, কালো ঘাসে ঘেরা
মাঝে তাহার কাটে সাঁতার
কালো মানিক হিরা
এমন পাথর বহে তাতে পাবে জলের ধারা
বলোত কি? বলো—বলো—
কূয়া—? না—না
জলের বোতল—না-না—চোখ
এ্যাঁ চোখ—

লা-লা-লা-লা-লা-লা-লা-লা
এমন দুনিয়া সে, কোথায় বলো আছে
রঙে রঙে ভরা নদী পাহাড় মরু
সহর নগর আছে সাগর দিয়ে ঘেরা
নেইকো সাগরে জল / পাহাড় সে সমতল
নেইকো জনমানব সেথা এমনি মজার ধরা
বলো কি? আফ্রিকা—
না—না—মরুভূমি?
না—না—মানচিত্র
এ্যাঁ মানচিত্র—

আচ্ছা বলো দেখি—
বাচ্চা কি সে এমন
মায়ের পেটে নেয়নি জনম
বাপ দেখিনি কেমন
খায়না কিছু তেষ্টা ভীষণ
জল খেতে চায় দু,মন
বলো কি? মাছের বাচ্চা—
না—না—চৌবাচ্চা—এ্যাঁ—চৌবাচ্চা

লা-লা-লা-লা-লা
এমন মা কে আছে
বরফ সিঁথতে তার
আচ্ছা সাগর জলে
সবার উঁচু মাথা
সবার সে যে মাতা
কত মেয়ে ছেলে—
নানান ভাষা বলে
নানান মতে চলে
না যদি বলে সবাই, মরবে দলে দলে
বলো'ত কি? সিস্‌টার
এ্যাঁ সিস্‌টার—আমাদের মা সিস্‌টার
না-না—দেশমাতা ভারতবর্ষ—
এ্যা ভারতবর্ষ—লা-লা-লা-লালা॥